ফুলেল শুভেচ্ছা ও জনগণের ভালোবাসায় সিক্ত হলেন উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক

ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে দ্বিতীয়বারের মত গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক। প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে ৫ হাজার ৪৩০ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে দ্বিতীয়বারের উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন তিনি।

এম এ খালেক পুনরায় উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর দলীয় নেতাকর্মী, বিভিন্ন পেশাজীবি সংগঠণ, সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠণসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ গতকাল বুধবার দিনভর তার সাথে দেখা করে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

সকাল থেকেই উপজেলা বিভিন্ন এলাকার হাজার হাজার নেতা কর্মী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ ব্যক্তি ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তার বাড়িতে ছুটে আসেন।

এসময় জনগণের ভালোবাসা ও ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত হন দুই বার নির্বাচিত চেয়ারম্যান এম এ খালেক। তারা তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

এসময় এম এ খালেক সবার উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা আমাকে যে ভালোবাসা দেখিয়েছেন আমি সেই ভালোবাসায় অভিভুত। আমি পূর্বের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আগামী পাঁচটি বছর গাংনীর উন্নয়নে কাজ করবো। আমি আপনাদের দোয়া চাই, যাতে গাংনী উপজেলাবাসীর সেবায় আন্তরিকভাবে কাজ করতে পারি।
গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র আশরাফুল ইসলাম, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ, কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন ছেপু, তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস পচু, ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ার পাশা, কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মু. আলম হুসাইন, ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক, মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য শওকত আলী, শাহানা ইসলাম শান্তনাসহ

আওয়ামীলীগের বিভিন্ন স্তরের নেতা কর্মী ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তার সাথে দেখা করেন ও ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

এছাড়া , মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ , গাংনী উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বরবৃন্দ , ও অসংখ্য দলীয় নেতাকর্মী ও সমর্থক ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

ভোট কেন্দ্রের বাইরে কর্মী সমর্থকদের ভীড়, কেন্দ্রের ভিতরে ভোটার শুন্য

ভোট কেন্দ্রের বাইরে কর্মী সমর্থকদের ভীড় , ভোট কেন্দ্রের ভিতরে ভোটার শুণ্য। উপজেলা নির্বাচন , আয়োজনের কমতি নেই, শুধু কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি কম।

সকাল নয়টা , গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে ভোটারের দেখা নেই। পুরো কেন্দ্র ফাঁকা। বুথে প্রার্থীর এজেন্ট আছেন , পোলিং অফিসার ও প্রিজাইডিং অফিসার আছে। বাইরে পুলিশ ও আনসার সদস্যরা অলস সময় পার করছেন।
উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের ভোট কেন্দ্রে আজ সকালের চিত্র এটি।

প্রিসাইডিং কর্মকর্তা রাসেল মোস্তাফিজ বলেন, ” কেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি দেখা যাবে ভেবেছিলাম। কিন্তু তা হয়নি। ’

তবে, কিছুক্ষণ পরেই ভোট দিতে আসেন , প্রার্থী মোখলেছুর রহমান মুকুল , সাবেক এমপি মকবুল হোসেন ও সাবেক মেয়র আশরাফুল ইসলাম।

এ কেন্দ্রটি ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় নিরাপত্তার দায়িত্বে আছেন ১৭ জন আনসার ও ৪ জন পুলিশ সদস্য। সব চেয়ারম্যান প্রার্থীর এজেন্টকে দেখা গেছে।

গোপালনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সকাল আটটায় ভোট শুরু হয়ে প্রথম দুই ঘণ্টায় এই কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৭০টি। এখানে মোট ভোটার ২৪৬৩। দুই ঘন্টায় ২.৮৪২ শতাংশ ভোট পড়েছে এখানে। বেলা ১২ টার দিকে সাহারবাটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে দেখা গেছে ১০০ ভোট পোল হয়েছে। এখানে মোট ভোটার সংখ্যা ২৫৯৯। চার ঘন্টায় এখানে ভোট পোল হয়েছে ৪ শতাংশ। একই সময়ে সাহারবাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে ৩১৬৮ ভোটারের মধ্যে ভোট প্রদান করেছেন ১০৬ জন। যার শতকরা হার ৩.৩৪ শতাংশ। বেলা ১১ টার সময় নওপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে পোল হয়েছে
২৪৭। এখানে মোট ভোটার সংখ্যা ৩২১৬।

সকাল ১২ টার সময় হিজলবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে পোল হয়েছে ৬৫ ভোট। এখানে ভোটার সংখ্যা ১৯৬০। বামন্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে বেলা ১১ টার সময় ভোট পোল হয়েছে ১০৪। যেখানে ভোট সংখ্যা ২৬৬৭। করমদি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে বেলা ১২ টার সময় পোল হয়েছে মাত্র ৪৭ ভোট। এখানে মোট ভোটার সংখ্যা ২০৪৪। বাঁশবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে বেলা ১০ টার সময় ভোট পড়েছে মাত্র ৪৫। এই কেন্দ্রে ভোটার সংখ্যা ২৩৮৮। গাংনী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে বেলা ১১ টার সময় ভোট পোল হয়েছে মাত্র ৫২। যেখানে ভোটার রয়েছে ৫২। করমদি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে বেলা ১২ টার সময় ভোট পড়েছে ৩২। কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজ ভোট

বেলা দেড়টার সময় ভোট পোল হয়েছে ২৫০। যেখানে ভোটার রয়েছে ১৮৬৭। বেলা ১২ টার সময় কুতুবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে একই সময় ভোট পোল হয়েছে ৪৩৩। এখানে ভোটার সংখ্যা ১৯৫১।

সরেজমিনে ভোটকেন্দ্রগুলোতে গিয়ে দেখা যায়, ভোটারের উপস্থিতি খুবই কম। পোলিং এজেন্টসহ অন্যরা অলস সময় পার করছেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের তৎপরতা নেই।

তবে, গাংনী উপজেলা নির্বাচন অফিসার কামরুল হাসান জানান, বেলা দুইটা পর্যন্ত শতকরা ২১ শতাংশ ভোট পড়েছে।

গাংনীতে এক পোলিং এজেন্টের এক মাস কারাদণ্ড

মেহেরপুরের গাংনীতে সাইদুল ইসলাম (৩৬) নামের এক পোলিং এজেন্টের এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে গাংনীর চিতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোটারদেরকে প্রভাবিত করার অপরাধে সাইদুল ইসলাম নামের ওই এজেন্টকে কারাদণ্ড প্রদান করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাদির হোসেন শামিম।

দণ্ডিত সাইদুল ইসলাম ওই গ্রামের লস্কর শেখের ছেলে। তিনি একজন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থীর এজেন্ট ছিলেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, দণ্ডিত সাইদুল ইসলাম ভোটারদেরকে প্রভাবিত করায় তাকে আটক করেন প্রিজাইডিং অফিসার। পরে তাকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে সোপর্দ করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও গাংনীর সহকারী ভূমি কমিশনার নাদির হোসেন শামিম আদালত বসিয়ে তাকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। দন্ডিতকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শুরু

দ্বিতীয় ধাপে অনুষ্ঠিত হচ্ছে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা নির্বাচন। আজ সকাল আটটা থেকে উপজেলার ১০৭টি কেন্দ্রে একযোগে শুরু হয় ভোটগ্রহণ।

শুরুর দিকে কিছু কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি থাকলে বেশিরভাগ উপকেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি একেবারেই কম।

তবে বেলা বাড়ার সাথে সাথে ভোটার উপস্থিতি বাড়বে বলে আশা করছেন ভোট গ্রহণ তারিখ কর্মকর্তারা। তবে ভোটকেন্দ্র গুলোতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রয়েছে।

এ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে মোট আটজন প্রার্থী রয়েছেন। দলীয় প্রতীক না থাকায় বিএনপি’র এক প্রার্থী এবং আওয়ামী লীগের ৭ প্রার্থী স্বতন্ত্র প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

এরমধ্যে আওয়ামী লীগ সমর্থিত তিন প্রার্থী ঘোষণা দিয়ে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে গেছেন।

ভাইস চেয়ারম্যান পদে তিনজন প্রার্থীর মধ্যে একজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে গেছেন। অপরদিকে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে তিন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছেন।

৯টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা নিয়ে গঠিত গাংনী উপজেলা । এ নির্বাচনে মোট ভোটারের সংখ্যা ২ লাখ ৫৮ হাজার ৭৫৪। মোট ১০৭টি ভোট কেন্দ্রে ৬৫৪টি ভোট কক্ষের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হবে।

নির্বাচনকে ঘিরে আইন শৃংখলা বাহিনীর পক্ষ থেকে গড়ে তোলা হয়েছে নিরাপত্তা বলয়। ভোট কক্ষ, ভোট কক্ষের বাইরে আলাদা নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আনছার ও পুলিশের পাশাপাশি স্টাইকিং ফোর্স হিসেবে মাঠে রয়েছে বিজিবি এবং র্যাব।

এছাড়াও জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালতের টিম নির্বাচনী আইন শৃংখলা রক্ষায় মাঠে রয়েছেন।

গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে আনসার-ভিডিপি’র ব্রিফিং

আগামীকাল মঙ্গলবার (২১ মে) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের দ্বিতীয় ধাপ। গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে উপজেলায় ১০৭টি ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী মেহেরপুর জেলা তাদের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে।

জেলা কমান্ড্যান্ট প্রদীপ চন্দ্র দত্ত প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্যে তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, ভোট কেন্দ্র ও ব্যালট বাক্সের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ভোটদানে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী গাংনী উপজেলা মোট ১ হাজার ৪৭২ জন সদস্য মোতায়েন করেছে। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তায় মোট ১৩ জন বা ততোধিক আনসার ও ভিডিপি সদস্য ১৭ মে থেকে অঙ্গীভূত হয়ে দায়িত্ব পালন করছেন। তাদের মধ্যে একজন প্লাটুন কমান্ডার (পিসি) ও দুইজন সহকারী প্লাটুন কমান্ডারের (এপিসি) নেতৃত্বে ৬ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা আনসার-ভিডিপি সদস্য রয়েছেন। কোনো কেন্দ্রে বুথ সংখ্যা ৬টির বেশি হলে বুথ প্রতি অতিরিক্ত আরও একজন করে আনসার-ভিডিপি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। পিসি ও এপিসিগণ (৩ জন) অস্ত্রসহ এবং আনসার-ভিডিপি সদস্য-সদস্যাগণ লাঠিসহ ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত থাকবেন।

তিনি আরও বলেন, ১ম ধাপের উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে অত্র জেলার দু'টি উপজেলায় প্রায় দুই হাজার জনবল অত্যন্ত দক্ষতা ও আন্তরিকতার সহিত দায়িত্ব পালন করেছেন। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় এবারও আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী মেহেরপুর জেলার সদস্য-সদস্যাগণ নির্বাচনি বিধি মেনে দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর।

রাত পোহালেই গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচন

ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের দ্বিতীয় ধাপে আগামীকাল মঙ্গলবার (২১ মে) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের ভোট যুদ্ধ।

উপজেলা নির্বাচনকে ঘীরে স্থানীয় রাজনীতি ও ভোটারদের মাঝে চলছে

নানা হিসাব -নিকাশ ও চুলচেরা বিশ্লেষণ। যার বড় অংশজুড়ে রয়েছে প্রার্থী নিয়ে পর্যালোচনা। বর্তমান উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক ও গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মখলেছুর রহমান মুকুল নিয়েই চলছে আলোচনা-পর্যালোচনা।

প্রথম ধাপে মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুটি উপজেলা নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি কম হওয়ায় গাংনীর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে চলছে নানা হিসেব নিকেশ।

গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ৮ জন প্রার্থী প্রতীক বরাদ্দ পেলেও সদ্য সাবেক এমপি পত্নি লাইলা আরজুমান বানু শিলা , সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট একেএম শফিকুল আলম ও গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন সাংবাদিক সম্মেলন করে সরে দাঁড়িয়েছেন। বর্তমানে ভোটের মাঠে রয়েছেন বর্তমান চেয়ারম্যান এমএ খালেক (আনারস), উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মখলেছুর রহমান মুকুল (হেলিকপ্টার), সাবেক ভাইসচেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট রাশেদুল হক জুয়েল (ঘোড়া), বিএনপির বহিস্কৃত নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো (কৈ মাছ) ও স্থানীয় ব্যবসায়ী মুকুল জোয়াদ্দার (শালিক পাখি)।

এছাড়া ভাইসচেয়ারম্যান পদে ফারুক হাসান (টিউবওয়েল), দেলোয়ার হোসেন মিঠু (তালা), রেজাউল হক (চশমা)। তবে ইতোমধ্যে রেজাউল হক প্রতিদ্বন্দ্বীতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান পদে ফারহানা ইয়াসমীন (হাঁস) আলপনা আক্তার (কলস) ও নাছিমা খাতুন (ফুটবল) প্রতীকে ভোট করছেন।

সহকারি রিটার্নিং কর্মকর্তা সূত্রে জানা গেছে , এই উপজেলাতে মোট ভোটার সংখ্যা ২ লাখ ৬০ হাজার ৯৬ জন। এদের মধ্যে নারী ভোটার ১ লাখ ৩০ হাজার ২৪৭ ও পুরুষ ভোটার সংখ্যা ১ লাখ ২৯ হাজার ৮৪৯ জন।

১০৭ টি ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রগুলোর মধ্যে ৩০ টি ভোট কেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

এদিকে নির্বাচনকে উৎসবমুখর নিরপেক্ষ ও অবাধ করার জন্য জেলা প্রশাসন , পুলিশ বিভাগ ও নির্বাচন কমিশন থেকে সকল ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ভোট কেন্দ্রগুলোতে ভোটার সরাঞ্জাম ও দায়ীত্বে নিয়োজিত , প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসারসহ

নিরাপত্তার সাথে জড়িত সবাইকে ভোট কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়েছে।
এছাড়া মোবাইল ফোর্স হিসেবে ২ প্লাটুন বিজিবি , নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমান টিম টহল দিচ্ছেন।

এদিকে নির্বাচনকে ঘীরে বর্তমানে গাংনী উপজেলার আওয়ামীলীগের রাজনীতিক ও জন প্রতিনিধিরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। মেহেরপুর -২ আসনের বর্তমান জাতীয় সংসদ সদস্য (এমপি) এএসএম নাজমুল হক সাগর ও সদ্য সাবেক সংসদ সদস্য ও গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন নিশ্চুপ ভূমিকা পালন করলেও সাবেক এমপি মকবুল হোসেন ও গাংনী পৌর মেয়র আহমেদ আলীসহ অন্যান্য নেতারা মখলেছুর রহমান মুকুলের পক্ষে নিয়ে মাঠে ময়দানে কাজ করছেন।

অপরপক্ষে গাংনী পৌর সভার সাবেক মেয়র আশরাফুল ইসলাম , এই উপজেলার ৯ টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান , সাবেক ছাত্রনেতা শাহিদুজ্জামান শিপু নিয়েছেন বর্তমান উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেকের পক্ষে ভোটের মাঠে কাজ করছেন।

গাংনীতে বীরমুক্তিযোদ্ধা তাজুলকে রাষ্টীয় মর্যাদায় দাফন

গাংনী উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা তাজুল ইসলামকে (৮০) রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়েছে।

আজ সোমবার (২০ মে) সকাল ৮ টার সময় গাংনী উপজেলা ঝোরপাড়া ঈদগাহ মাঠে তার জানাজা শেষে স্থানীয় কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয়।

এর আগে গতকাল রবিবার (১৯ মে) সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলা প্রশানের পক্ষ থেকে সহকারি কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীমের নেতৃত্বে বীর মুক্তিযোদ্ধা তাজুল ইসলামকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। গাংনী থানা পুলিশের একটি চৌকস দল জাতির এই সূর্য সন্তানকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। এসময় বীরমুক্তিযোদ্ধা হিসাব উদ্দীন ,

গোলাম মোস্তফাসহ বেশ কয়েকজন মু

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। বীরমুক্তিযোদ্ধা তাজুল ইসলামের বাড়ি গাংনী উপজেলার ঝোরপাড়া গ্রামে। মৃত্যুকালে তার স্ত্রী , ৪ ছেলে , ১ মেয়ে , আত্বীয় -স্বজন , বন্ধু , সহকর্মীসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রয়েছেন।

তার ছেলে মো : আলাউদ্দিন জানান , আমার বাবা দীর্ঘদিন যাবৎ কিডনি ও পোস্টেড রোগে আক্রান্ত ছিলেন। বাড়িতে রেখেই তার চিকিৎসা চলছিল। রবিবার বিকাল ৩ টার সময় নিজ বাড়িতে শেষ নি :স্বাস ত্যাগ করেন।

মহান এই মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ও সমবেদনা জানিয়েছেন তার এক সময়ের রণাঙ্গনের সাথীরা ও এলাকার গন্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ।

গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমীর রবিউল গ্রেফতার

পুলিশের দায়ের করা নাশকতা মামলায় আদালতের পরোয়ানাভুক্ত আসামি গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমীর ডাক্তার রবিউল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে গাংচিল থানা পুলিশ।

ডাক্তার রবিউল ইসলাম গাংনী উপজেলার কড়ইগাছি বড়বামন্দী গ্রামের মৃতু আব্দুর রউফের ছেলে।

আজ রবিবার (১৯ মে) সকালের দিকে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম তার

গাংনী দাশপাড়া এলাকার নিজ বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে। রবিউল ইসলামের নামে ৩০/২২ মামলায় আদালত গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, নাশকতা মামলায় আদালত রবিউল ইসলামের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে গ্রেফতার নির্দেশ দিলে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

আজ রবিবার (১৯ মে) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ক্যাম্প

মেহেরপুরের গাংনীতে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির স্বাস্থ্য ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। গাংনীতে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবার সমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি) কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর অর্থায়নে এবং পলাশীপাড়া সমাজকল্যাণ সমিতি (পি এস কে এস) এর আয়োজনে আজ শনিবার, পলাশীপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত গাংনী উপজেলা তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের তৃণমূল দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে এই স্বাস্থ্য ক্যাম্প পরিচালিত হয় ।

স্বাস্থ্য ক্যাম্পে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা চর্ম, যৌন, এলার্জি, গাইনি ও চক্ষু চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় ।

পলাশীপাড়া সমাজকল্যাণ সমিতির আয়োজনে স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন পলাশীপাড়া সমাজকল্যাণ সমিতির সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী জামিদুল ইসলাম, ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটির সভাপতি হাজী

মোঃ আব্দুল লতিফ।

এছাড়াও ক্যাম্পে পলাশীপাড়া সমাজকল্যাণ সমিতির স্বাস্থ্য কর্মকর্তাগণ , সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা ও স্বাস্থ্য পরিদর্শক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।স্বাস্থ্য ক্যাম্পে মোট ৪১ জন গাইনী ,৫৪ জন চর্ম যৌন এলার্জি এবং ৭২ জন চক্ষুসহ সর্বমোট ১৬৭ জন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়।

এমএ খালেকের পক্ষে নির্বাচনী মাঠে নামলেন গাংনীর সাবেক মেয়র ও ইউপি চেয়ারম্যানরা

গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান এম এ খালেকের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় নামলেন গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র ও উপজেলার সাতজন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।

এরা হলেন, গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র আশরাফুল ইসলাম, তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস , মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ , কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা , রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন সেপু , কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মু . আলম হুসাইন , ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক , ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ার পাশা।

আজ বৃহস্পতিবার বিকালে এমএ খালেকের পক্ষে এক সাথে নির্বাচনী প্রচারনায় নামেন চেয়ারম্যানবৃন্দরা।

এ-উপলক্ষ্যে গাংনী উপজেলা শহরের মন্ডল সুপার মার্কেটের সামনে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি সানোয়ার হোসেন বাবলুর

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী প্রচারণা ও সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রার্থী এমএ খালেক।

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ- সভাপতি ও বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বিশ্বাস, পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন, জেলা স্বেচ্ছাসেবকলীগের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি আরিফুল ইসলাম সোবহান, স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা মইনাল হক, গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিকসহ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

পরে উপজেলা শহরের বিভিন্ন স্থানে একসাথে চেয়ারম্যান প্রার্থী এম এ খালেক গনসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করেন।

এর আগে এমএ খালেকের পক্ষে বিরাট মোটরসাইকেল শোডাউন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আনারস মার্কা প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহবান জানান নেতৃবৃন্দ।